আবার

অবদান

অভিনব

নূতন ধরণের রসমধুর প্রহসন

সুনির্দ্দিষ্ট পথ দেখাইবে

তৎসহ

শিক্ষামূলক শিশুচিত্র

দ্বিতীয়-পাঠ

অরোরার

══অভিনব অবদান══

অভিনব

(নির্ব্বাক ছায়াচিত্র "নিশির ডাকে"র শব্দমুখর সংস্করণ)

●

'নিশির ডাকে'র পরিচয় লিপি

কাহিনী :—সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা :—দেবকী কুমার বসু

চিত্রশিল্পী :—কৃষ্ণ গোপাল

প্রবর্দ্ধনা :—কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া

●

ভূমিকায়

নির্ম্মল বাঁড়ুজ্যে, ৺নৃপেন রায়

সুশীল মজুমদার, সমর ঘোষ

নীরেন লাহিড়ী, বিমল রায়

প্রভা, শীলা ও হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)

'অভিনবের' পরিচয় লিপি

সংলাপ ঃ—অহীন্দ্র চৌধুরী

সুরশিল্পী ঃ—রঞ্জিৎ রায়

আবহ সঙ্গীত ঃ—রঞ্জিৎ রায় ও কুমারী সুনীলা দাস গুপ্তা

ভূমিকায়

রঞ্জিৎ রায়, বিমল, সুধীর,
সুশীল ও রাজলক্ষ্মী

অরোরা ষ্টুডিওতে

শব্দ মুখরিত

●

অভিনব

বর্ষা মুখর এক সন্ধ্যায় রঞ্জিতের বাড়ীর আড্ডা যখন কিছুতেই আর জমছিল না,—রঞ্জিৎ তখন সুরু করল—একটী গল্প—

সেদিন ছিল নারীচিত্ত মুক্তি প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন—অর্দ্ধ প্রবীণ দীননাথ তার সভাপতি—তিনি বলেন ঃ "অন্দরের অন্ধকার থেকে টেনে আনো নারীকে পথের এই মুক্ত আলোয়—নইলে বাংলা দেশ রসাতলে যাবে"। সবাই শুনে মুগ্ধ হ'ল—হলনা কেবল দুজন—তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—দীননাথ বাবু! আপনি কিন্তু বৌদিকে চিরদিনই পর্দ্দার আড়ালে রাখলেন! দীননাথ রেগে জবাব দেয়—আরে! সে যে স্ত্রী.....

চার্ দিকে পরদা আঁটা বাড়ীর ভিতর থেকে দীননাথের স্ত্রী বনলতা যদি বা কখনও একটু পর্দ্দা সরিয়ে দখিণ হাওয়ার আস্বাদ পেতে চায়—দীননাথ যান চটে, বলেন, স্ত্রীর কবিত্ব ভাল নয়—

অথচ তাঁর নিজের মনে তখনও সবুজের ছোঁয়া আছে, তিনিও চান মাঝে মাঝে..... .....

এমনি ভাবে দিন যায়—একদিন দীননাথ পেলেন একখানি চিঠি। চিঠিখানি লিখেছে "সুরভোলা অবলা"—তিনি চান ভিক্টোরিয়া অগ্রদূত দীননাথের সঙ্গ—

অভিসারে যান—দীননাথ, সঙ্গে তার চিরসাথী ভৃত্য, সখা, ড্রাইভার শ্রীমান্ নফর চন্দ্র—

মেমোরিয়ালে—দুরু দুরু হিয়া দীননাথ খোঁজে তার মানসীকে, কিন্তু হঠাৎ কে একজন 'চোর' 'চোর' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, ভয় পেয়ে দীননাথ ছোটে—সঙ্গে নিয়ে তার সাথী নফরকে—

দিন সবাইয়েরই যায়—কিন্তু দীননাথের···হঠাৎ আবার চিঠি আসে তার মানসীর কাছ থেকে। তিনি আস্‌বেন তাঁরই দরজায় সেইদিন সন্ধ্যায়·····বনলতাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে—

দীননাথ অপেক্ষা করে তার মানসী প্রিয়ার·····তিনি এসে হাজির হন—দীননাথ আদর ক'রে, তার সুরভোলা অবলাকে নিয়ে যায় তার শোবার ঘরে·····তারপর ·····সযত্নে রাখা একটী মালা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে যান দীননাথ এগিয়ে—মালাটী মানসীর কণ্ঠে দিতে·····ঠিক এমনই সময়ে—দরজায় ধাক্কা—আর পুরুষের কণ্ঠ—সুরভোলা অবলা ভয় পেল—বল্লে—কি হবে—এযে আমার স্বামীর আওয়াজ!—তার পর·····

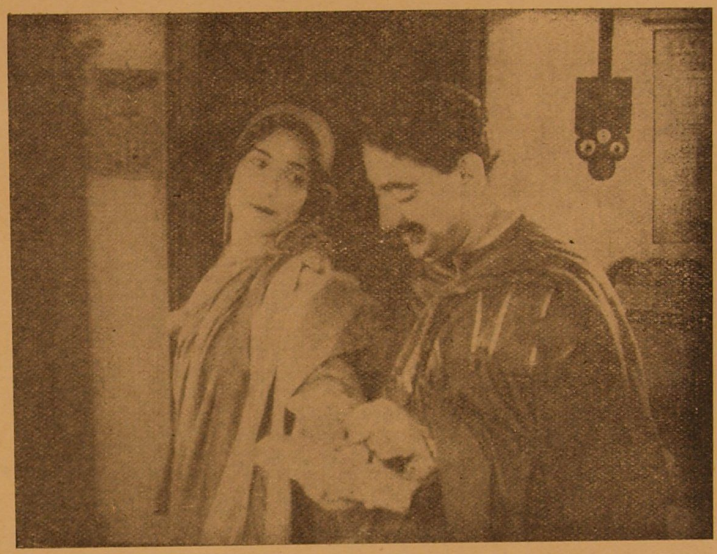

অভিনবের গান

(১)

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুণ বিরহ দারুণ
সঘন খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

ছয়

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমায়ব
হরি বিনু দিন রাতিয়া।

———

(২)

লব দেখি তাই
ষাটটি টাকায় এত খরচ
কি করে মেটাই।
সকাল থেকে ছেলেগুলো
করে খাই খাই।
তোমার মুখে কেবল শুনি
নাই নাই নাই।
তার পরে নিত্য আছে
ফর্দ্দ লম্বা লম্বা
দেখে বুক শুকিয়ে ওঠে
ত্রাহি জগদম্বা!
মুদী আর গয়লা
আসে মাসের পয়লা,
হিসেব রাখ কি,
পোড়াও কত কয়লা,
চলে না যে উপায় কি এর,
ধোপা নাপিত মাইনে কিসের,
মাসের শেষে পালে পালে
আসে যে সবাই।
বল্‌লে বল্‌বে দিচ্ছি খোঁটা
স্যাকরার হল পেটটা মোটা,

সাত

নিত্যি নতুন বায়না
চাই হালফ্যাসানের গয়না
নেহাৎ আমি ভাল মানুষ
বলিনি কিছু তাই।

———

(৩)

আজই সকালে দেখিল সে ভালে
পথেতে যাবার বেলা।
মোটরে কে যায় ফিরে ফিরে চায়
জ্বালিয়ে প্রেমের আলা॥
যাই যাই আমি দাঁড়াও গো ধনি
কহে সে যে বার বার।
গাড়ীর ঝাঁকুনি ধূলায় সিনানি
আনে শুধু আঁধিয়ার॥
শুনিল না কথা বুঝিল না ব্যথা
হৃদয়ের মোর জ্বালা।
থামা থামা গাড়ী পড়ি কিবা মরি
দেখি কোথা সে বালা॥

———

(৪)

পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা।
পীরিতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল
পরাণ পুতলি যথা

পীরিতি পীরিতি পীরিতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিভাইল নহে
হিয়ায় রহিল শেল॥

চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিণি
পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলায়ে তথা॥

———

(৫)

মনের মরম বাণী কাহারে কহিগো আমি
অন্তর মোর দহে সদাই।
চিঠিতে বলেছে গো 'সুর ভোলা আমি ওগো'
তোমা বিনা আর কারু নই॥

পাখী যদি হ'তাম পিয়া পাশে উড়ে যেতাম
ছিঁড়ে বাঁধা বন্ধন ডোর।
মেমোরিয়াল আঙিনা জুড়াবে সব যাতনা
পরশ দিয়া প্রিয়ার মোর॥

তোমা লাখ লাখ যুগ হিয়ায় হিয়ে রাখব
বঁধু, কি আর বলিব আমি।
তুমি জীবনে মরণে মোর জনমে জনমে
প্রেয়সী থেকোগো তুমি॥

———

(৬)

নেচে চল নেচে চল বালুর চরে
নিশির ডাকের শেষ হ'য়েছে
আনন্দ আজ আনন্দরে।

দীননাথের বুকেতে আর
নাইরে আজ দুখের ভার
প্রেমের সুরে ভরা ভুবন
জ্যোছ্‌নাভরা আকাশরে॥

———

অরোরা ফিল্মসের

শিশুপর্য্যায়ের নবতম অবদান

দ্বিতীয় পাঠ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

নিরঞ্জন পাল

ভূমিকায়

ক্যাপ্টেন ভোলানাথ

ও

কুমারী মঞ্জুলা

অরোরা ষ্টুডিওতে

গৃহীত

দ্বিতীয় পাঠ

ছোট ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে প্রিয় নানা রকমের ছবি। অনেকদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ছবির মধ্য দিয়ে—সেইজন্য আমরা চেষ্টা করেছি এই ছবির ভিতর দিয়ে দেখাবার কেমন করে আমরা অনেক সময় ছোট ছেলেদের ভুল করে অন্যায় কাজ করতে শেখাই। আশা করি আমাদের এ প্রচেষ্টা সফল হ'বে।

ছোট্ট মেয়ে গীতা গায় গান, কিন্তু তার আট বছরের দাদা ভোলানাথের তা' ভাল লাগে না—সে শোনায় গীতাকে ওস্তাদদের ঘরওয়ানা খাঁটী তেলেনা—গীতা বুঝ্‌তে পারে না যে এ কেমন গান—যাতে নেই মৌমাছি প্রজাপতির কথা—আর ভোলানাথ বলে যে গানে 'তাল' নেই সে গান গানই নয়। যখন তাদের 'তাল' বেতালের মীমাংসা আর কিছুতেই শেষ হয় না, তাদের মা এসে বলেন যা ত ভোলা—তোদের স্কুল বাড়ীর গাছ থেকে গোটা কতক কাঁচা আম নিয়ে আয়—

ছুট্‌ল্ দুই ভাই-বোনে স্কুল বাড়ীতে—গাছের তলা থেকে অনেক আম নিয়ে যাবার সময় তাদের নজর পড়ে একটী গাছে, ছোট ছোট পাখীর ছা'না। গাছে ওঠে

ভোলানাথ—স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এসে হাজির হন—প্রশ্নের উত্তরে ভোলানাথ বলে—পাখীর ছানাদের সে বাড়ী নিয়ে গিয়ে খুব যত্নে রাখ্‌বে—এখানে তাদের নাকি কষ্ট হচ্ছে। শিক্ষয়িত্রী দুই ভাই-বোনকে ভুলিয়ে বন্ধ কর্‌লেন একটা খাঁচাতে—যার ভিতর ছিল অনেক খাবার - খেলনা, আরও কত কি --

বন্ধ থাক্‌তে ভাল লাগে না ভোলানাথের আর গীতার—তারা কাঁদতে লাগল—

ভোলানাথ বল্‌লে, "দিদিমণি ছেড়ে দাও".....দিদিমণি বলেন— "যে এত খাবার, খেলনা"। গীতা বলে—"চাইনা খাবার খেলনা—মার কাছে যাব"—দিদিমণি বলেন—"মনে রেখো, তোমরাও যেমন ভালবাস তোমাদের মার কাছে থাক্‌তে, ঠিক পাখীরাও তাই চায়—খাঁচায় ভরা পাখী কাঁদে—আর সেই কান্না শুনে আমরা ভাবি পাখী গাইছে গান".....

বেরিয়ে এসে ভোলানাথ বলে "চল্ গীতা—আম নিয়ে বাড়ী যাই"।

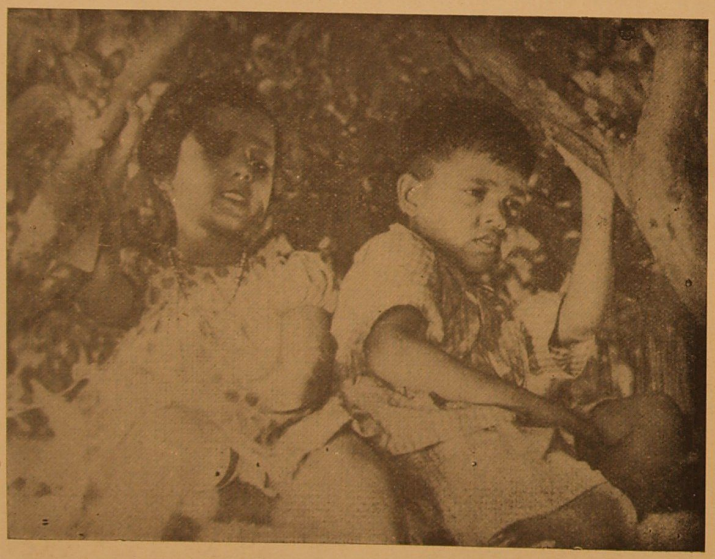

দিদিমণি বলেন "না বলে পরের জিনিষ নিলে চুরি করা হয়"।

গীতা বলে—"আম নিলে কেন হ'বে—কাপড়, গয়না এই সব নিলেই চোর হ'বে"—

দিদিমণি বলেন—"না—যে কোনও জিনিষ—এমন কি রাস্তার ছোট ইঁট না বলে নিলে চুরি করা হয়"।

ফিব্‌রুল্ বাড়ী দুই ভাই-বোনে—মা জিজ্ঞেস করে—"হ্যাঁরে আম কি হ'ল"—

ভোলানাথ বুক ফুলিয়ে বল্‌লে "মা! পরের জিনিষ না বলে নিলে চুরি করা হয়—কি করে তুমি আমায় আম চুরি কর্‌তে পাঠিয়ে ছিলে"—

মা বল্‌লেন—"ঠিকই বলেছিস বাবা—আমরাই তোদের ভুল করে চুরি কর্‌তে শেখাই"—

---

(১)

মৌমাছিরা গুন্‌গুনিয়ে
শুনিয়ে গেল গান।
শাখায় শাখায় সবুজ পাতায়
জাগে নতুন প্রাণ॥
প্রজাপতির রঙীণ্ পাখা
আঁকা বাঁকা ছবি আঁকা।
উড়ে বেড়ায় ফুলে ফুলে
ক'রে মধু পান॥

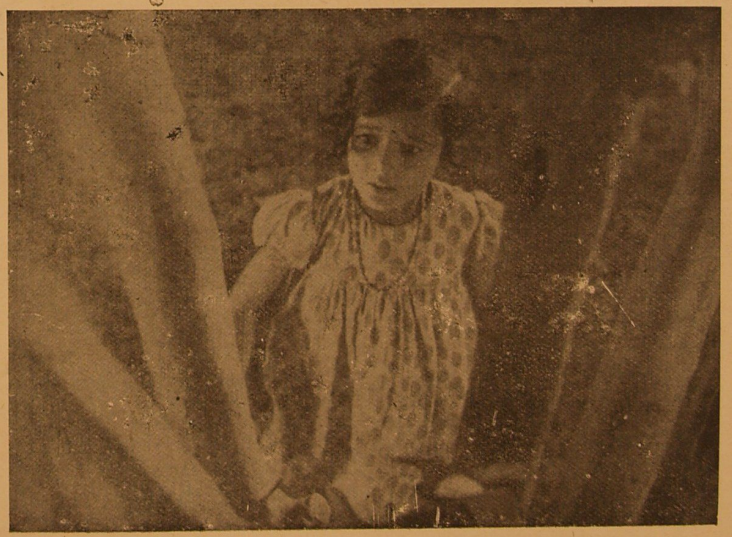

(২)

(ওরে) শোন্‌রে তোরা শোন্‌
নাম ধরে আজ ডাক দিয়েছে
পারুল মোদের বোন ॥
ডেকে বলে জাগো
চম্পা ভায়েরা গো
রোদ উঠেছে তবু কেন ঘুমে অচেতন।
তোরা ছিলি রাজার ছেলে রে, মায়ের মাথার মণি,
কাঁচা সোণার মতন ছিল দেহের লাবণি
সাত ভাই চম্পা জাগো,
ডাক দিয়েছে মাগো,
ঘর হয়েছে পর কেনগো কিসের কারণ ॥

———

বিভিন্ন সমালোচকগণের অভিমত

Amrita Bazar Dated—23-11-40.

The thing I liked best about Abhinaba was that it was a good picture * * *. Yes, Abhinaba is an unexpectedly bright, polished and piquant piece of comedy-drama. * * * It is all highly enjoyable and smart, very effectively on the lines of American comedies.

* * * It is about his regeneration, marvellously well constructed and well directed by Devaki Bose, probably the Shiniest piece of Direction from him so far.

আনন্দ বাজার—২২।১১।৪০। ** সবাক চিত্রের যুগে একখানি নির্ব্বাক চিত্র অভিনব উপায়ে দেখানো হইয়াছে।*** এই প্রচেষ্টা বেশ সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। ছবিখানি উপভোগ্য হইয়াছে।** অহীন্দ্র চৌধুরীর ভাবাবেগ পূর্ণ সংলাপ ছবিকে আরও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিতীয় পাঠ—বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

Hindusthan Standard—22-11-40.—Dwitiya Path * * * teaches how children can be properly teached without the use of cane or terrorising efforts. It is a laudable attempt.

Abhinaba—* * * is challenge to the Talkie films For aided by the commentary the film does not allow any body for one moment to feel that he is witnessing a silent picture.

ভারত—২২।১১।৪০ ** ছবিখানি বহুদিন পূর্ব্বের তোলা হইলেও চিত্র কাহিনী ও পরিচালনার দিক দিয়া "অভিনব" ছবিখানি সত্যই অভিনব। *** এই আলোচ্যচিত্রের কাহিনীর মধ্যে নূতনত্ব আছে এবং এই কাহিনীর সজীবতা সকলকে আকৃষ্ট করে।** ছবির গানগুলি বিশেষ উপভোগ্য।** অহীন্দ্র চৌধুরীর সংলাপ বিশেষ উপভোগ্য। তারপর পরিচালনা। শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু—ছবিখানা পরিচালনা করিয়াছেন। বসুর অন্যান্য ছবির সহিত তুলনা করিলে একথা সম্ভবতঃ বলা চলে যে আলোচ্য ছবিখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচালনা। দ্বিতীয় পাঠ—** একটি সরস ও শিশুদের উপভোগ্য কাহিনীর মধ্য দিয়া এই শিক্ষা মূলক ছবি তোলা হইয়াছে।

Statesman—22-11-40. * * * with plenty of amusement * * *.

আজাদ—২০।১১।৪০ ** এরূপ প্রচেষ্টা চিত্রজগতে একেবারে নূতন এবং আমাদের মনে হয় ছবিখানি দর্শক সমাজে প্রচুর সমাদর লাভ করিবে।

Deepali—22-11-40.—*Abhinaba* the situations are very amusing and the director has done full justice to them. In this age of Talkies a silent film naturally does not satisfy the audience but in this particular case we have appreciated the way in which it has been presented to the public.

Dwitiya Path—This type of educational shorts will greatly help in moulding the juvenile minds through the proper channel and the lead taken by Aurora Filims is worth emulation by others.

পরিবেশক

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশান

কলিকাতা

দি ক্যালক্যাটা ইউনাইটেড প্রিণ্টার্স লিমিটেড্—কলিকাতা।